১৩ জানুয়ারি ২০২০

মালিবাগে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত ১, নারীসহ আহত ২:
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর গভীর উদ্বেগ

রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট সংলগ্ন সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারের সামনে রাস্তায় র‍্যাবের সাথে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ এক ব্যক্তি নিহত এবং তার স্ত্রী ও শ্যালক আহত হয়েছেন। আসক এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, গত ১২ জানুয়ারি ২০২০ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে এ ‘বন্দুকযুদ্ধে’র ঘটনা ঘটে। র‍্যাবের দাবি, নিহত ব্যক্তি একজন ইয়াবা ব্যবসায়ী। তারা দীর্ঘদিন ধরে নিহত ব্যক্তিকে খুঁজছিলো। ঘটনার দিন নিহত ব্যক্তি কক্সবাজার থেকে ইয়াবার চালান নিয়ে ঢাকায় আসছেন এ সংবাদ শুনে র‍্যাব অভিযান চালায়। র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে উক্ত ব্যক্তি তার পকেটে থাকা পিস্তল বের করে গুলি ছুড়লে র‍্যাবও গুলি চালায়। গুলিতে উক্ত ব্যক্তি নিহত হন এবং আহত হন তাকে নিতে আসা তার স্ত্রী ও শ্যালক। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, র‍্যাব তিনজনকেই খুব কাছ থেকে গুলি করেছে।

মাদকবিরোধী অভিযানে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের প্রবণতা আমরা এ অভিযানের শুরু থেকেই প্রত্যক্ষ করছি, ২০১৮ সালের মে থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ অভিযানে ৪৭৯ জন নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আসক শুরু থেকেই এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের বিরোধীতা করে এসেছে। যেকোন অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে যাতে করে কোন প্রাণহানি, নির্যাতন তথা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা না ঘটে। তথাপি মাদকবিরোধী অভিযানে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ প্রাণহানির ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ‘বন্দুকযদ্ধ’ বলে দাবি করলেও স্বজন কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীরা ভিন্ন কথা বলেছে।

আসক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, প্রতিটি মানুষের সে যেই হোক না কেন, বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার সংবিধানস্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মাণদণ্ডসমুহের অন্যতম প্রধান দিক। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে র‍্যাবের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ ও বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের এমন অভিযোগগুলো নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখতে আসক একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের জোর দাবি জানাচ্ছে। এসব বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও মানবাধিকার সংক্রান্ত মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করতে এর বিকল্প নেই।